দৈনিক সংবাদ

তারিখ AUG. 30 1999
পৃষ্ঠা ৮

17

কুলাউড়ার আলালপুর বিদ্যালয়

পরিত্যক্ত ঘোষণার পরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছে

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুলাউড়া থানা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক বিদ্যালয় গৃহ পরিত্যক্ত ঘোষণার পরও কুলাউড়া পৌরসভার আওতাধীন আলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ বিদ্যালয় গৃহে বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত ক্লাস করছে। যেকোন সময় বিদ্যালয়ের দেয়াল ধসে প্রাণহানির আশংকা রয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের দেয়ালে বিরাট ফাটল দেখা দেয়ার কারণে কুলাউড়া থানা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয় ভবনে পাঠদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন বলে জানা গেছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের অভাবে বিদ্যালয় ভবনের দেয়ালে একের পর এক ফাটল সৃষ্টি হওয়ার ফলে উক্ত আলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

মৌলভীবাজার জেলার বৃহত্তম কুলাউড়া থানা সদরের নিকটে আলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন প্রধান শিক্ষক ও ৪ জন শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩শ' ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

জানা গেছে, ১৯৮৩ সালে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট উক্ত বিদ্যালয়ে টিনসেডের ভবনটি নির্মাণ করে। ১৬ বছরের মাথায় এসেই বিদ্যালয়গৃহের দেয়ালে বিরাট ফাটল দেখা দেয়। ফলে বর্তমানে বিদ্যালয় গৃহটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। যেকোন মুহূর্তে বিদ্যালয় গৃহের দেয়াল ধসে যেতে পারে।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আকরাম খানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, দেয়ালে ফাটল দেখার সাথে সাথে বিষয়টি তিনি লিখিতভাবে কুলাউড়া থানা শিক্ষা অফিসার, থানা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করেছেন। কিন্তু আজ অবধি বিদ্যালয় গৃহটি সংস্কার বা মেরামতের কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অপরদিকে স্থানীয় প্রভাবশালী এমপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ গত মাসে জরাজীর্ণ ও বিদ্যালয়ের ভগ্নদশা গৃহটি পরিদর্শন করেন এবং খুব তাড়াতাড়ি বিদ্যালয় গৃহটি মেরামত ও সংস্কার করার আশ্বাস প্রদান করলেও কোন সুরাহা হয়নি।

বিদ্যালয় গৃহে পাঠদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও বাধ্য হয়েই শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে। বিদ্যালয়ের দৈনদশার কারণে অভিভাবকরা ছাত্র-ছাত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার চিন্তাভাবনাও করছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় গৃহটি সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত পাঠদানের জন্য অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য কুলাউড়া থানা নির্বাহী অফিসার ও থানা শিক্ষা অফিসারের কাছে হন্যে হয়ে ঘুরছেন কিন্তু কোন সুরাহা করতে পারছেন না। বিদ্যালয় গৃহটি আশু মেরামত বা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থানান্তর না করলে যেকোন মুহূর্তে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে অনেকেই ধারণা করছেন।